৪থ বর্ষ ◆ ২য় সংখ্যা ◆ সেপ্টেম্বর ২০২৫

এক্কা-দোক্কা

শিশু-কিশোরদের ই-ম্যাগাজিন

Activism Foundation
Kolkata, India

© Copyright: Activism Foundation for Social Research & Action

www.activismfoundation.in

আমাদের সম্পর্কে

শৈশব ও কৈশোর বয়স হলো অনেকটা নরম মাটির মতো, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতি তাকে যেমন আকার প্রদান করে সে তেমনই আকার প্রাপ্ত হয়। এই বয়সে প্রায় সকলেরই সারল্য আবেগ ও অনুভূতি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। স্বচ্ছ, অকৃত্রিম ও স্পর্শকাতর এই খুদে চরিত্রদের সাথে বাক্যালাপে প্রয়োজন সূক্ষ্মতা, সহনশীলতা, সহানুভূতি, সংবেদনশীলতা ও ধৈর্য। কিন্তু তাদের এই সরল অনুভূতিগুলির কখনো কখনো পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে ভোঁতা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। তাই প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন তাদের অবদমিত স্বর ও অভিব্যক্তিকে আরও বেশি করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসা যেখানে তার মাধ্যম হবে শিশু ও কিশোর নিজেরাই । এই উদ্দেশ্য নিয়েই ACTIVISM স্বপ্ন দেখে এই খুদে দের ভাবনাচিন্তা, মনন ও সৃজনশীলতাকে সুনিপুণভাবে সৌখিন আদলে পুনর্নির্মাণ করার তথা দমিত কণ্ঠের ভাষা হওয়ার। অজস্র নরম মন গুলো ঠিক যেমন জীবনের প্রতি পদক্ষেপে এক্কাদোক্কা খেলতে খেলতে এক একটি সিঁড়ি পাড় করে চলে ACTIVISM ও ঠিক সেইভাবে তার জন্মের পর থেকে এক্কাদোক্কা খেলার মত করেই এগিয়ে চলেছে এক অন্তহীন শিখরে, যেখানে তার সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে একাধিক উদ্দেশ্য, ইচ্ছা, নিষ্ঠা, ত্যাগ এবং অবশ্যই বুক ভরা স্বপ্ন। শিশু-কিশোর মনও তো ঠিক সেরকমই এক ঝাঁক স্বপ্নের মেলবন্ধন! তাই এই স্বপ্ন গুলোকে আরো গভীর ভাবে অনুধাবন করতে ACTIVISM এর উদ্যোগে 'এক্কাদোক্কা' নামক ই-ম্যাগাজিন তার যাত্রা শুরু করেছে। ঊনিশ বছর বয়স সীমা পর্যন্ত যে কেউ 'এক্কাদোক্কা' কে আরও সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে সরাসরি তাদের সৃজনশীল অভিব্যক্তিকে ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে। না বলে ওঠা একরাশ কথা-ভাবনা-চিন্তা-কল্পনা সবকিছুকে গল্প, কবিতা, অঙ্কনের রূপ দান করে শিশু-কিশোর উভয়ই সরাসরি নিজেদের মননের প্রকাশ করতে পারে। পাশাপাশি এক্কাদোক্কা তে 'মনের জানালা' নামক একটি বিভাগ রয়েছে যেখানে তারা প্রয়োজনে ছদ্মনাম ব্যবহার করে তাদের চাপা পড়ে যাওয়া আঘাতপ্রাপ্ত অনুভূতির সরল বহিঃপ্রকাশ ও করতে পারে প্রচ্ছেদের মাধ্যমে। তাই ACTIVISM তথা 'এক্কাদোক্কা'র তরফ থেকে সকলকে আহ্বান করা হচ্ছে পাশে থাকার জন্য এবং 'এক্কাদোক্কা'র সাফল্যের পথে পাথেয় হওয়ার জন্য।

খুদে সদস্যদের সহায়তাতো অবশ্যই,এর পাশাপাশি যে সকল ব্যক্তিগণ'এক্কা-দোক্কা'কে বিভিন্নরূপে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন তারা হলেন –

<u>উপদেষ্টা</u>

শ্রীমতী তিয়াস রায়

<u>পর্যাচলোকগণ :</u>

প্রফেসর শ্রীমতি সুমনা দাস

শ্রীমতী সুচেতনা পাল

শ্রীমতী শ্রমণা চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমতী রিয়া হালদার

<u>ই ম্যাগাজিন কমিটি</u>

শ্রীমতী পৌলমী ঘোষ (সম্পাদিকা)

শ্রী শুভব্রত সরকার (সহ-সম্পাদক)

শ্রীমতী ঈশানী বালা (সহ-সম্পাদিকা)

শ্রী প্রণব ভট্টাচার্য

শ্রীমতি নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য

<u>অন্যান্য সদসবৃন্দ :</u>

শ্রীমতী রিয়া হালদার

শ্রী সুপ্রিয় দাস

শ্রীমতি স্নেহা মিত্র

শ্রী রূপায়ণ হালদার

শ্রীমতি শর্মিষ্ঠা হালদার

শ্রী নীলাভ ঘোষাল

শ্রীমতি কঙ্কনা ভট্টাচার্য

<u>কারিগরী সহায়তায়</u>

শ্রী শুভব্রত সরকার

সূচিপত্র

গল্প,কবিতা ও প্রবন্ধ

The Invisible Wall
Taksheel Samaddar 5

তুরুপের তাস
দেবপ্রিয়া ভৌমিক 7

তুই হোস বেশ
সৌমিক হালদার......8

মনের ভাবনা প্রকাশ পেল না
সোনিয়া ঘোষ 9

17 years B'Day
Sayanti Bhowmick 10

আমাদের বাগান
শ্রুতি দেবনাথ......11

অদম্য স্বপ্ন জয় কামিনী
দিয়া দাস 13

মনের জানলা

কিছু অপ্রকাশিত যন্ত্রনা
রাহি সরকার 12

The Lost Friendship
Sayanti Bhowmick 22

অঙ্কন

Shruti Debnath......17
Rishab Shee 17
Briti Debnath 18
Pratyusha Maji 18
Payel Kundu......19
Soumyadip Raha......19
Sohon kundu......20
Shruti Karmakar......20
Sara Biswas.....21

এক্কা-দোক্কা

শিশু-কিশোরদের ই-ম্যাগাজিন

Activism Foundation
Kolkata, India

© Copyright: Activism Foundation for Social Research & Action

www.activismfoundation.in

৪থ বর্ষ ◆ ২য় সংখ্যা ◆সেপ্টেম্বর ২০২৫

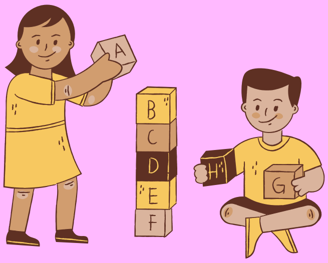

সম্পাদকীয়

শিশুমনেরভাষা হয়ে ওঠার এক প্রয়াস – ‘এক্কা–দোক্কা’

“Your children are not your children.
They are the sons and daughters of Life's longing for itself.
They come through you but not from you,
And though they are with you, yet they belong not to you.”

-By Khalil Gibran – "On Children" (from The Prophet, 1923)

আজকের শিশুদের ডিজিটালজগত ও সৃজনশীল অভিজ্ঞতার পরিধি অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে।তারা বিভিন্ন মাধ্যমে আর্ট ও কল্পনার জগতে প্রবেশ করছে প্রতিনিয়ত। ফলে তাদের কল্পনাশক্তি এখন সীমাহীন —নতুন কিছু ভাবার ক্ষমতা তাদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে উঠছে। তাদের নতুনও সৃজনশীল ভাবনাগুলো অনুধাবন করতেই জন্ম নিয়েছে আমাদের এই ই-ম্যাগাজিন 'এক্কা- দোক্কা' যেটি একটি মঞ্চ ও পরিসর , যেখানে শিশুরা তাদের উদ্ভাবনী চিন্তাও কল্পনাকে ছড়িয়ে দিতে পারে মুক্তভাবে।
শৈশব থেকেই আমাদের ভেতরে নানা রকমচিন্তা-ভাবনার বীজজন্ম নেয়— কোনওটি ধীরে ধীরে নিজস্ব পরিচয় পায়, আবার কোনোটির অস্তিত্বই হারিয়ে যায় বড় হওয়ার দৌড়ে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই সারল্যের অনুভব ম্লান হয়ে যায়, আর রঙিন সব স্বপ্ন, গল্প, ভাবনারা ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়ে।
ওয়ার্ডসওয়ার্থের কথায় বললে , **“The Child is father of the Man.” (My Heart Leaps Up)**। এই কাব্যিক সত্য আমাদের মনে করিয়ে দেয়—শিশুর ভিতরেই ভবিষ্যতের মানুষ লুকিয়ে আছে। তাই, সেই শিশু মনের মণিকোঠায় লুকিয়ে থাকা আবেগকে দৃষ্টিগোচর করা একান্ত আবশ্যক।সাধারণত অবহেলার কারণে সেগুলি একসময় বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়।সেই রঙিন স্বপ্নগুলো হারিয়ে যাওয়ার আগেই সেগুলিকে আলোয় আনার জন্যেই ‘এক্কা–দোক্কা’ পথচলা শুরু করেছিল।
বিশেষত এই ম্যাগাজিনটি অনলাইনে প্রকাশের মূলউদ্দেশ্য ছিল এই— যাতে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে মানুষ এটি পড়তে পারে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটি সংখ্যা **Activism**-এর ওয়েবসাইটে সংরক্ষিত থাকে যাতে আগ্রহীরা যেকোনো সময় পড়ে নিতে পারেন।
আমাদের সপ্তম সংখ্যার জন্য আমরা আবারও বেশ কিছু কিশোর-কিশোরীর সাড়া পেয়েছি, যারা আনন্দের সাথে তাদের আঁকা ছবি, লেখা, কবিতা, গল্পও প্রচ্ছদ আমাদের সঙ্গে ভাগ করেনিয়েছে।
এই সংখ্যার পাতায় পাতায় যেমন উঠে এসেছে একাধিক কবিতার বহিঃপ্রকাশ, আবার ছোট্ট হাতে বাগান সাজানোর গল্প। কখনো মনের না বলা কষ্টের সংলাপ আবার কখনো অদৃশ্য দেয়াল এর প্রতিচ্ছবি।
কোনো কবিতায় ধরাপড়েছে 'কবিতার' জয় জয়কারও স্বার্থকতা।সব মিলিয়ে সকল ছোট্ট বন্ধুদের সহযোগিতায় আমাদের সপ্তম সংখ্যা হয়ে উঠেছে আবারো পরিপূর্ণ।

তবে এটাও স্বীকার করতেই হবে— ‘এক্কা–দোক্কা’র সপ্তম সংখ্যাটি বাস্তবায়িত করতে **Activism Foundation**-এর সমস্তসদস্য ও আজীবনসদস্যদের অবদান ছিল অপরিসীম। তাঁদের সহযোগিতাতেই আমরা বহু ছাত্র-ছাত্রীর কাছে পৌঁছাতে পেরেছি এবং তাদের শিল্পীসত্তাকে প্রকাশের সুযোগ করে দিতে পেরেছি। আর যাঁরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠা ও আগ্রহ নিয়ে এইযাত্রায় আমাদের পাশে থেকেছেন, তাঁরা হলেন—
সহ-সম্পাদক শুভব্রত সরকার ও সহ-সম্পাদক ঈষাণী বালা, এক্সিকিউটিভ প্রণব ভট্টাচার্যও এক্সিকিউটিভ নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য।
তাছাড়া, গত কিছুমাস ধরে আমাদের কাজের পথপ্রদর্শক হিসেবে যিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, তিনি হলেন **Trustee Board**-এরসদস্য এবং ম্যাগাজিনের পরামর্শদাতা **Ms.** তিয়াস রায়।এই সংখ্যাটি প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন **Activism Social Science Club**-এর সেক্রেটারি শ্রী সুরজিৎ রায়। রিভিউয়ার হিসেবে যাঁরা তাঁদের মূল্যবান মতামত ওসময় দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁরা হলেন—
অধ্যাপক সুমনা দাস, শ্রীমতি সুচেতনা পাল, শ্রীমতি শ্রমণা চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীমতি রিয়া হালদার।

এই সকল মানুষের সম্মিলিত চেষ্টাতেই আজ 'এক্কা–দোক্কা' তার আগামী পদক্ষেপের পথে আরও এক ধাপএগোতে পেরেছে। তবে, ভবিষ্যতের প্রতিটি ধাপেই আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণও ভালোবাসা একান্তকাম্য। শিশু – কিশোরদের মননশীল ভাবনার পায়ে পা মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে 'এক্কা – দোক্কা' যার মুখ্য কান্ডারী তো অবশ্যই ছোটোরা তবে তাদের ঢাল হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন আপনাদের সকলকে। আসুন একবার সারল্যকে সরলভাবে ভেবে দেখি আমরাও।

ধন্যবাদান্তে ,
সম্পাদিকা, পৌলোমী ঘোষ ।

The Invisible Wall

Taksheel Samaddar

[Age: 17, **Class: XII** , **School:** Purushottam Bhagchandka Academic School (PBAS)**]**

Some walls are not built. They appear.

It was during recess when Ayan collided with the wall. Quite literally. One moment he was sprinting across the school field, breathless with excitement, his eyes fixed on the soaring football. The next, he was abruptly halted—his face smacking against an unseen, unyielding barrier.

His friends burst into laughter, thinking he had simply tripped on the uneven grass. But when they approached to tease him, their amusement faded. There was something there. An invisible wall. Perfectly smooth. Icy to the touch. Absolutely real. Yet utterly invisible.

They tapped on it. They pressed their palms against it. They pounded their fists in disbelief. It did not move.

Within minutes, the rumour spread like wildfire. Students gathered around in fascinated confusion, their voices buzzing with wild theories. Some claimed it was a prank; others whispered it was a government experiment gone wrong. Teachers tried to brush it off as collective imagination, but the wall remained.

Strangely, some students could pass through it without the slightest resistance—walking across the space as though the barrier never existed. But others—like Ayan—hit the invisible blockade as though they had struck solid glass.

It didn't make sense. At first, they thought it was random. But Ayan noticed something no one else did.

The students who passed through were the quiet ones. The unnoticed ones. The kind-hearted ones who lingered behind to help clean the classroom, who returned forgotten water bottles, who sat alone without complaint.

The ones who couldn't cross—their names were louder. They were the ones who

laughed at others' mistakes, who ignored the ones who struggled, who forgot to see the people standing on the edges.

Ayan was one of them. He was not cruel. He had simply never cared enough to notice. He had walked past people in need. He had looked away when someone cried.

The wall, he realised, was no prank. It was a silent judgement. The barrier wasn't physical. It was moral.

Over the following days, something within Ayan began to shift. He slowed down. He began to offer help, to listen, to speak to the ones no one noticed. He shared his lunch. He returned kindness without expecting applause. And perhaps, for the first time, he truly saw the people around him.

Then, one overcast afternoon, as the grey clouds loomed low over the playground, he approached the wall again.

This time, his feet did not halt. His palm did not meet resistance. He walked through.

He turned around in astonishment. On the other side, his best friend still pressed his hands against the cold, unseen surface—trapped, as Ayan once had been.

The wall had not vanished for everyone. It never does.

Some walls persist—not around us, but within us. And they fall, not when we push, but when we choose to change.

তুরুপের তাস

দেবপ্রিয়া ভৌমিক

[বয়স: ১৭, **ক্লাস :** একাদশ, **স্কুল:** সেন্ট্রাল গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল**]**

কলমে কলঙ্কিত তোমার দৈনন্দিক শার্ট,
চোখ ভেজা সিগারেটের ভীষণ উগ্র গন্ধ!
ছত্রিশ ইঞ্চি বুকে প্রাক্তনীর তৈলচিত্র,
হিমাঙ্কে কবর খুঁড়ছে সমাধিস্ত স্মৃতির!
তোমার অ্যানালগের শব্দে মিশে যায় আমার মিছিলের ছন্দ!
আলোকবর্ষের গতি জাড্য হেরে যায় পারদস্তম্ভের দ্বন্দে!
ফুটন্ত মস্তক-দেশে সংরক্ষিত রসায়নের ল্যাবরেটরি;
রেটিনায় সৃষ্টি হচ্ছে অখেজ প্রতিবিম্ব
নিকোটিনের শেষ টান কামড় খোঁজে কাতিল হৃদয়ের বাতিল খাঁজে!
চোখের তারারন্ধ্রে অদৃশ্য অতীত,
ওহোমিও রোধাঙ্কে আবৃত্ত চল তড়িৎ!
নাকি নিয়মিত সাহিত্যে বিভাজিত গণিত?
শিরা ধমনিতে প্রকাশিত বিষাদের মানচিত্র,
পরাজিত সত্যায় মিলনের ছিদ্র!
সাবলীল বহুতে তুরূপের তাস
মরফিন আর স্কচ-এই সহবাস!

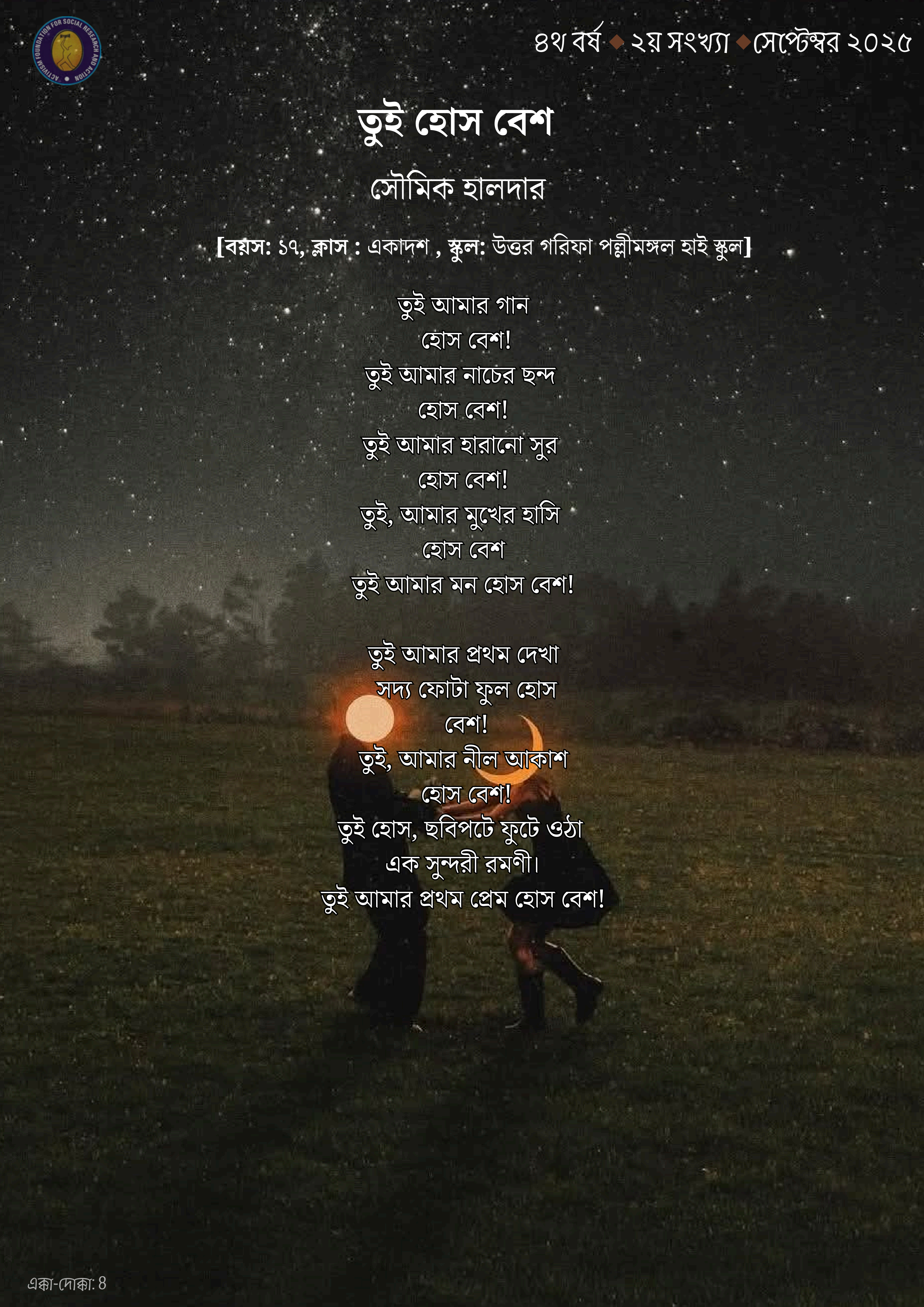

তুই হোস বেশ

সৌমিক হালদার

[বয়স: ১৭, **ক্লাস :** একাদশ , **স্কুল:** উত্তর গরিফা পল্লীমঙ্গল হাই স্কুল**]**

তুই আমার গান
হোস বেশ!
তুই আমার নাচের ছন্দ
হোস বেশ!
তুই আমার হারানো সুর
হোস বেশ!
তুই, আমার মুখের হাসি
হোস বেশ
তুই আমার মন হোস বেশ!

তুই আমার প্রথম দেখা
সদ্য ফোটা ফুল হোস
বেশ!
তুই, আমার নীল আকাশ
হোস বেশ!
তুই হোস, ছবিপটে ফুটে ওঠা
এক সুন্দরী রমণী।
তুই আমার প্রথম প্রেম হোস বেশ!

মনের ভাবনা প্রকাশ পেল না

সোনিয়া ঘোষ

[**বয়স:** ১৭, **ক্লাস :** একাদশ , **স্কুল:** উত্তর গরিফা পল্লীমঙ্গল হাই স্কুল]

এই যে আমাদের মনে
ভাবনা আর আশা লুকিয়ে আছে কত কোণে
মনের ভাবনাগুলো শুধুই বেড়ে যাচ্ছে
সবগুলোই কি আর প্রকাশ পাচ্ছে
এত ভেবে আর কি হবে
কার কে কাছে গিয়ে তোমার মনের কথা কবে
কেইবা শুনবে তোমার মনের কথা
চেপেই রাখতে হবে তোমার মনের এই কষ্ট ব্যাথা
দিনের পর দিন বাড়ছে
মনের ভাবনাগুলো কি আর কমছে
এই জগতে সবাই জন্মায় আশা নিয়ে
কি আর হবে যদি পারো না প্রকাশ করতে
তুমি নাও তোমার মনকে বুঝিয়ে
মনের মধ্যে থাকে কষ্ট, দুঃখ, রাস, ভয়
সবকিছুই মানুষকে মানিয়ে নিতে হয়
মানুষ ভালোবাসায় জড়িয়ে যাচ্ছে
দুঃখতে ভেঙে পড়ছে
রাগেতে জ্বলে যাচ্ছে
কষ্টে কেঁদে মরছে
মানুষের জীবনটা এই ভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে
তাও কি মানুষের মনের ভাবনা প্রকাশ পাচ্ছে
মনকে কি বুঝিয়ে রাখা যায় বলোতো
সব কিছু মানিয়ে নিতে হয় জানোতো
মনের ভাবনা যদি প্রকাশ করতে পারতাম
বলো আজ কি আর এই কবিতা লিখতাম।

17 YEARS B’DAY

Sayanti Bhowmick

[Age- 17, Class – XII, School – Autpur National Model H.S. School]

The wishes are the
blessings
The sweet memories are
 coming
The gentle reminder from me
That without you I will never be me
Every wish is beautiful
as the colour of the ocean
But the smell and hopes are still hanging,
with your portion...
The part of 16 years of me
 will always love you
But, the 17 years of me will never allow you.
I wish you to see again, in my seven-‘teen’
But the wounds still remain!!

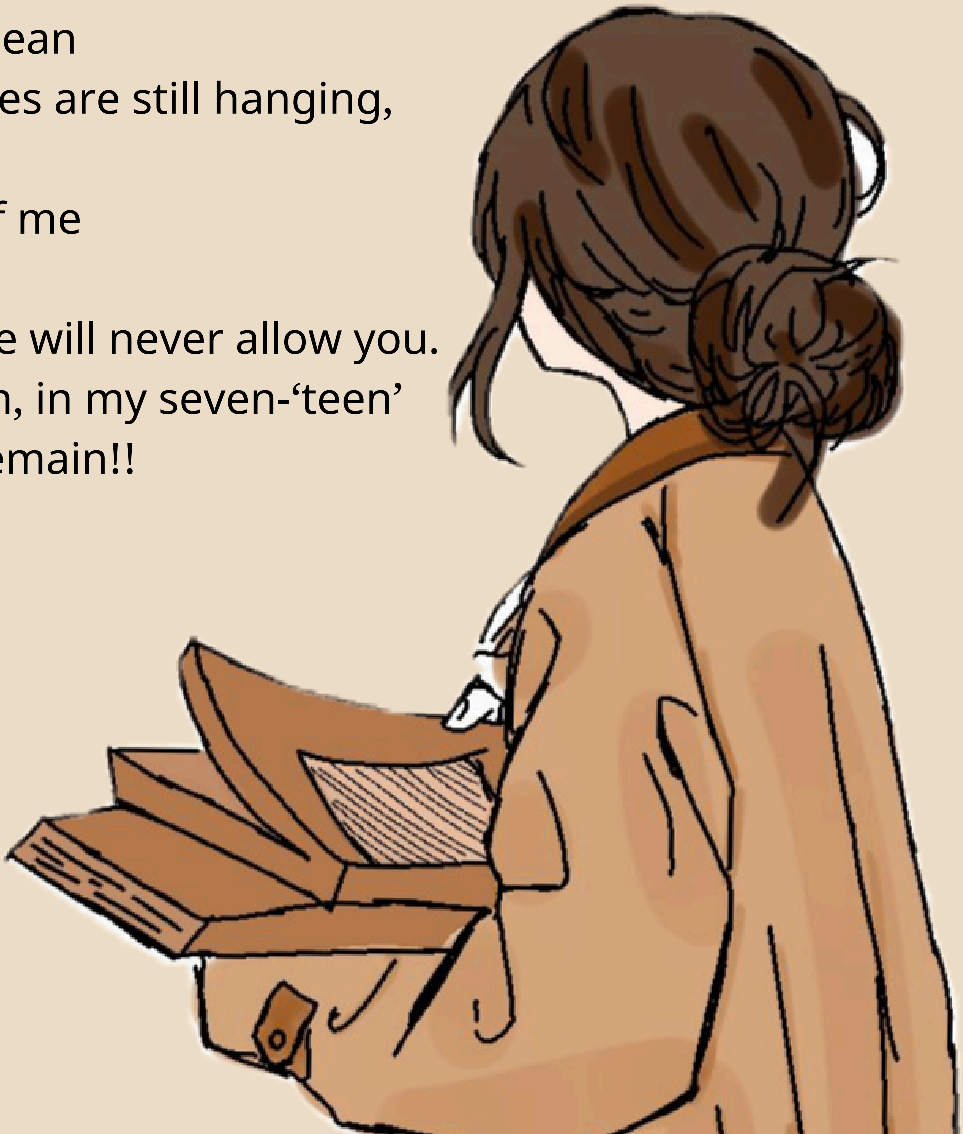

আমাদের বাগান

শ্রুতি দেবনাথ

[বয়স: ৬, ক্লাস : দ্বিতীয়, স্কুল: হরিনাভি ডি.ভি.এ.এস. হাই স্কুল]

আমাদের একটি ছোট্ট বাগান, আছে গাছপালা, ফুল , ফল , প্রজাপতি, শামুক , শুঁয়োপোকা ,পাখি , আর একরাশ আনন্দ। আছে নিয়ম মেনে গাছে জল দেয়ার কাজ।ভোর বেলা আর বিকেল বেলা আমি এবং আমার বোন বাবাকে সাহায্য করি বাগানের কাজে।শীতকালে দেখি ডালে ডালে ফুটে থাকে চন্দ্রমল্লিকা , ডালিয়া , গোলাপ , আর হলুদ গাঁদা ফুল। বাবাকে দেখি শীতকালে ফুলকপি, বাঁধাকপি , আমলকি গাজর গাছ লাগাতে আর যত্ন করতে।বাবাকে দেখে আমিও শিখি। কতরকম সার আর মাটি মেপে মেপে বাবা কত যত্ন করে গাছ লাগায়। আর কাওকে হাত দিতে দেয়না।আর গরম কালে দেখি আম, সবেদা , পেয়ারা, আঁখ, কামরাঙ্গা, জাম , জামরুল গাছের যত্ন নিতে। গরম কালে যখন অনেক দিন বৃষ্টি হয়না তখন দেখি বাবাকে আরো বেশি গাছ দের যত্ন নিতে।জবা গাছ , স্থল পদ্ম, টগর , সন্ধ্যামালতী, বেল ফুল, রজনীগন্ধা , গন্ধরাজ , লেবু গাছের যত্ন নেয় বাবা। আমার খুব আনন্দ হয় যখন আমি দেখি অনেক রঙিনপ্রজাপতি আমাদের বাগানে উড়ে বেড়ায়।গরম কালে আমি দেখি বাবা গাছের ডালে মাটির বাটিতে অনেক খাবার জল রেখে দেয়।পাখিরা আমাদের গাছ থেকে জাম , আম, জামরুল খায় আর তার পর বাবার রাখা জল খায়।আমি আর আমার বোন সকালে ঘুম থেকে উঠে আগে বাগানে যাই।পাখিদের ফল খাওয়া দেখি।তার পর স্কুল থেকে ফেরার পর বিকেলে বাগানে খেলি।বর্ষা কালে যখন বৃষ্টি হয় তখন আমাদের বাগান আরো সুন্দর লাগে। বর্ষার জলে সব আরো দেখতে ভালো লাগে। আরো যখন গরম কালে অনেকদিন পর বৃষ্টি হয় তখন বাবার গাছগুলোকে আরো ভালো লাগে। শীত কালের দুপুরে আমার মা আর ঠাম্মি আমাকে আর আমার বোনকে বাগানেই পড়াতে বসায়। সব মিলিয়ে এই গাছগুলো, এই বাগান , এতো রঙের পাখি, এতো প্রজাপতি, পাখির বাসা সব আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে গেছে।আমাদের খুব ভালো লাগে আমাদের এই ছোট্ট বাগানে খেলা করতে, সময় কাটাতে।

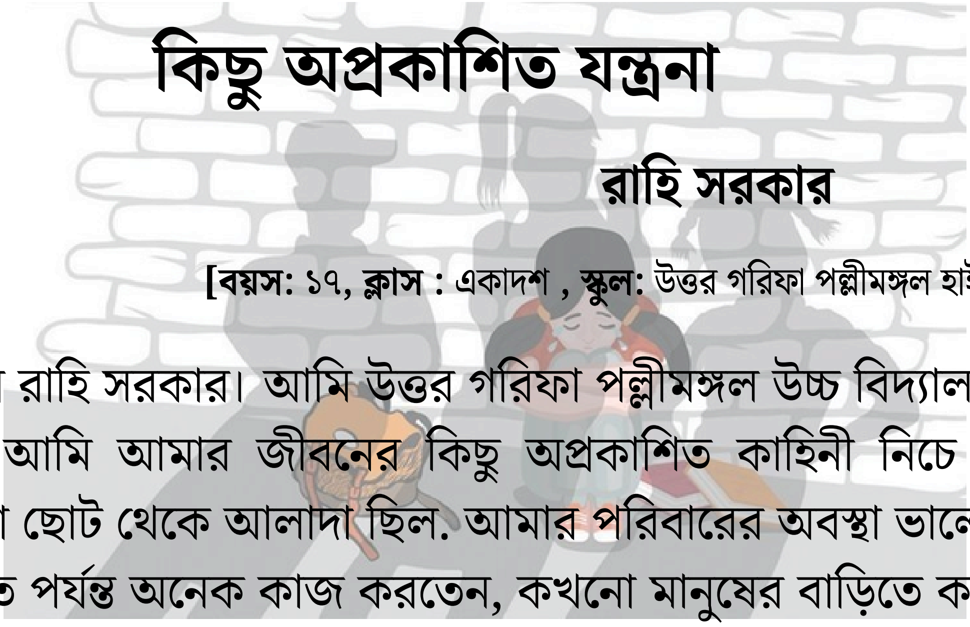

কিছু অপ্রকাশিত যন্ত্রনা

রাহি সরকার

[বয়স: ১৭, **ক্লাস :** একাদশ , **স্কুল:** উত্তর গরিফা পল্লীমঙ্গল হাই স্কুল**]**

আমার নাম রাহি সরকার। আমি উত্তর গরিফা পল্লীমঙ্গল উচ্চ বিদ্যালয় একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। আমি আমার জীবনের কিছু অপ্রকাশিত কাহিনী নিচে লিখলাম। আমার জীবনটা ছোট থেকে আলাদা ছিল. আমার পরিবারের অবস্থা ভালো ছিল. মা ভোর থেকে রাত পর্যন্ত অনেক কাজ করতেন, কখনো মানুষের বাড়িতে কখনো অন্য কাজ। আমি চেয়েও মাকে সাহায্য করতে পারতাম না। শুধু নিঃশব্দে দেখতাম...

স্কুলে গিয়ে মনে হতো আমি অন্যরকম, আমার সঙ্গে সব সময় পুরনো বইগুলো ও ছেঁড়া খাতা থাকতো সঙ্গী হয়ে। চেহারাটা নিয়েও অনেকে হাসাহাসি করত সকলে। আমি ছিলাম সকলের হাসির খোরাক। একটা মেয়েদের গ্রুপ ছিল তারা আমাকে নিয়ে হাসতো। কেউ আমার ব্যাগ ছুড়ে ফেলে দিত, কেউ টিফিন নিয়ে মজা করত আবার কেউ কেউ ঠাট্টা চলে আমাকে ধাক্কা দিত।

তারা নিয়ম করে আমাকে বলত, " তুই কাউকে বলবি না। যদি বলিস তাহলে মার খাবি।" প্রতিদিন এভাবেই হুমকি শুনতে শুনতে আমি চুপ করে যেতাম, ভয় পেতাম, যদি সত্যি আমাকে মেরে দেয় আমি পড়াশোনা খুব ভালো ছিলাম না কিন্তু চেষ্টা করতাম যাতে অন্তত ভালো করা যায়।

আমি পড়াশুনায় খুব ভালো ছিলাম না, কিন্তু চেষ্টা করতাম। তবুও, শিক্ষকরা ভেবেছিলেন আমি হয়তো অমনোযোগী। কিন্তু, তারা দেখেনি প্রতিদিন কেমন করে আমি ভেতর থেকে ভেঙে যাচ্ছি। বাড়ি ফিরে একা একা কষ্টে কাঁদতাম। মাকে বলতাম না কারণ মা নিজেই এত কষ্টের মধ্যে আছে। তার ওপর আমার দুঃখের কথা জানিয়ে তার ওপর আমি বোঝা চাপাতে চাইতাম না. বন্ধুদের বলার মতো সাহস পাইনি কারণ ভয় করতাম তারা হয়তো বিশ্বাস করবে না আর আমার ওপর মজা করবে। আজও আমি কাউকে এই কথাগুলো বলে উঠতে পারিনি কিন্তু ভীষণ কষ্ট হয় এবং এই কথাগুলো অপ্রকাশিত থেকে গেছে। মাঝেমধ্যে মনে হয় যদি একবার এই কথাগুলো কাউকে বলতে পারতাম, হয়তো আমি হালকা হতে পারতাম। ,কিন্তু সত্যি কথা বলতে কিছু ব্যথা চেপে রাখতে হয় সারা জীবন ...

অদম্য স্বপ্ন জয় কামিনী

দিয়া দাস
[বয়স: ১৭, ক্লাস : একাদশ , স্কুল: উত্তর গরিফা পল্লীমঙ্গল হাই স্কুল]

[কামিনীর চরিত্রে দিয়া দাস, এক অপ্রকাশিত গল্প]

ক্রিং! ক্রিং! ক্রিং!...... আধ ঘন্টা ধরে ভোর ছটায় এলার্ম টা বেজে চলেছে একইভাবে। আজ আবার সেই সোমবার। কিন্তু সকাল থেকেই শরীরটা আর মন একসাথে সারা দিচ্ছে না। বাইরে কাল রাত থেকে হয়ে চলা ঝোড়ো মুষলধারায় বৃষ্টির বেশ কিছুটা কমেছে। এইরকম স্নাত, স্নিগ্ধ, শান্ত পরিবেশে শরীর বলে উঠলো, “আজকে আর অফিস যাস না, একটু বিশ্রাম কর। “ কিন্তু তারপরই মন বলে উঠলো, “এবার আর যদি বেশি আরাম করিস তাহলে কালকের মত আবার আজকেও বস্ এর অকট্য ভাষা শুনতে হবে, সাথে ওই সামান্য বেতনের টাকাটাও কেটে নেবে । তার মধ্যে মাসের প্রথম দিক। আর অফিস না গেলে সে কি হতে পারে সেটা তুই ভালোই জানিস। “ মন আর শরীরের এই কথা কাটাকাটি শুনতে শুনতে আরো কিছু সময় বিছানাতেই গড়িয়ে গেল। পাশের দেয়াল ঘড়িতে হঠাৎ চোখ পড়তেই দেখলাম সময় প্রায় ৬:৫০। তড়িঘড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে বসলাম। সারা সপ্তাহ কাজের পর রবিবার রাতে শুলে ঘোমটা জোরালো ভাবে চেপে ধরে।
শরীর চায়না খুব শীঘ্র রাত পার করে সোমবারকে গ্রহণ করতে।'ইশশশ'....যদি আরো কিছু সময় রাতের গহীন অন্ধকারটা থাকতো। কিন্তু সময় তো আর আমার

মত কারোর অধীনে চাকুরীর নয়, সে নিজেই নিজের মালিক, তাই তার তাৎপর্যকে মেনে নিয়ে আমাকে থুরি আমাদের সবাইকে চলতে হয়। শেষবারের মতো ঘড়িটা দেখে নিলাম ৯টা বেজেই গেল আজও। অতএ আজকের এই মহাযুদ্ধের বিজয়ী হল মন।

বিছানাটা কোনরকমে গুছিয়ে রেখে চলে গেলাম ফ্রেশ হতে। আর হ্যাঁ স্নানটাও একেবারে করেই বেরোই। কোনমতে বাথরুমের সব কাজ করে বেরিয়ে পুজো করে চলে গেলাম রান্নাঘরে। হাতে সময় থাকলে দুপুরের খাবার বানিয়ে যাই অফিসে আর না হলে না খেয়ে কেটে যায়। এরকম তো কতদিনই হয়। এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন আসবে যে, “মা কেন সাহায্য করে না?”। আসলে আমারই বলা হয়নি যে বলা হয়নি যে,

আমি কাজের সূত্রে কলকাতার একটি ছোট ঘরে ভাড়া নিয়ে একা থাকি, আর আমার বাড়ি উত্তর চব্বিশ পরগনার একটি ছোট্ট জায়গায়। আজকের সময় খুব কম থাকায় দুপুরের খাবার হিসেবে গতকাল রাতের ভাত ভাজা গরম করে বসিয়ে দিই। এবার সকালের খাবার হিসেবে একটা কলা খেতে খেতে তৈরি হতে থাকলাম।এরপর ব্যাগ নিয়ে বাইরে এসে টিফিন বক্সে ভাত, ভাজা নিয়ে নিলাম এবং সাথে একটা আপেল। জুতো পড়তে পড়তে দেখি ঘড়ি ৮:৪৫ হয়েছে জানান দিচ্ছে। মনে মনে ভাবছি, “যেতে এক ঘন্টা লাগবে, তারপর জ্যাম, আজও হয়ে গেল।” টানা ৭ বছর ধরে প্রতিদিন এই সময়টা যেন আলোর গতি বেগের চেয়েও দ্রুত বয়ে যায়। কিন্তু ভাগ্য সাথ দেওয়াতে আজ সময়মতো অফিস পৌছালাম।

কিন্তু.... আমার কপাল তো মহার মূল্যবান ধাতু দিয়ে আবৃত তাই কাজের মাঝে হঠাৎ খবর আসে যে এই মাসের মাইনে আসতে দু তিন দিন দেরি হতে পারে।

কারণ কি? ..... কারণ নাকি অফিস সার্ভার সমস্যা করছে, ব্যাংকের সাথে। এটা শোনার পর আমার চারপাশটা যেন গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে। গেল।মাথাটা ঝিম ধরে এলো....।

দায়িত্ব : কিরে, কালকে তো বাড়ির ভাড়া ইএমআই এর তারিখ। কি করবি এবার তুই?

কর্তব্য : তোর বাড়িতে টাকা পাঠাবে কি করে!!! বাবা মা এর ওষুধ, বাজার, মাসকাবাড়ি এছাড়াও আর যা যা সংসারিক জিনিস সবই তো প্রায় শেষ কাল মা ফোনে বললো। এবার ???

স্বপ্ন : তুই তো আমাকে, ছোটবেলার ইচ্ছা সবকিছুকে ত্যাগ করেছিলি এই চাকরি, দায়িত্ব, কর্তব্য এর জন্য। এবার কি কি হবে এসববের ???

মন: এবার তোদেরকে আমি কিছু বলি ;একটু শুনবি!?

দায়িত্ব, কর্তব্য, স্বপ্ন সবাই একসাথে এতে হ্যাঁ সূচক সম্মতি প্রকাশ করে।

মন: যখন প্রাণের প্রথম সঞ্চার হওয়া শুরু হয় মাতৃ গর্ভে তখন থেকেই হয়তো আমি তার সাথে জুড়ে যাই, তাই সবাই বলে ‘মন-প্রান’। কিন্তু এই মনের উপলব্ধি সম্ভবত শুরু হয় সেই শিশুর বোধশক্তি জন্মের মুহূর্ত থেকে। ওর বয়স যখন তিন বছর তখন ওর একটা অসুখের জন্য ডাক্তারের কাছে যাই। খেলার ছলে নাকি আত্মার টানে জানিনা, কিন্তু তার কাছ থেকে চেয়ে প্রথম স্ট্যাটাস্কোপ কানের নেয়, শুনতে পায় আমার হৃদস্পন্দন। সেদিন থেকেই যেন আমার সেই স্পন্দন বলে ওঠে অমোঘ আকর্ষণ, এক স্বপ্ন আর এক লক্ষের কথা। তখন থেকেই ওকে যখন জিজ্ঞেসা করত কেউ যে বড় হয়ে কি হতে চাস..., ওর ভিতর থেকে বলে উঠতাম, “ আমি ডাক্তার হতে চাই। ” আর চোখের থাকতো নিজের স্বপ্নের, লক্ষ্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, ভরসা ভরসা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা। এই স্বপ্নকে আগলে নিয়ে বড় হয়ে ওঠে ও, কৈশোর থেকে বয়ঃসন্ধি। সময় পেরিয়ে যায়। আস্তে আস্তে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। প্রস্তুতি শুরু করে ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষার। সবকিছু উজাড় করে দেয় ৬ই মে, পরীক্ষার দিনের জন্য। কিন্তু পরীক্ষার দিন ঘটে যায় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। নিজের প্রতি বিশ্বাস, মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে, ভগবানকে প্রণাম করে বাবার সাথে বেরিয়ে পড়ে। পরীক্ষা দিতে যাবার সময় তারা যে ভাড়া করা গাড়িটায় করে যাচ্ছিল সেটাকে ধাক্কা দেয় একটি মাতাল ড্রাইভার চালিত ট্রাক। হসপিটালে যখন তার জ্ঞান আসে তখন দেখে তার বড় ক্ষতি না হলেও সামনে থাকা গাড়ির ড্রাইভার আর বাবার ক্ষতি হয়। বাবার একটা পায়ের কিছুটা বাদ পড়ে যায় তার দরুন চলে যায় বাবার চাকরি। আর্থিক অবস্থা ধসে পড়ে। ও সারাদিন রাত কাঁদতো একদিকে বাবার এই অবস্থা অন্যদিকে পরীক্ষা না দিতে পারার কষ্ট। প্রথমে কিছু বুঝতে না পারলেও কিছুদিন পর মা বলে, “একটা কোন কাজ বা চাকরির ব্যবস্থা কর, না হলে সংসার

আর বাবার চিকিৎসা চালানো যাবে না। আর তোকে কাজ খুঁজতে হবে কারণ আমি তো তোর বাবাকে ছেড়ে একা করে যেতে পারবো না।” এই কথা শোনার পর সেদিন ও কিছু খেতে পারেনি, ঘুমোতে পারিনি, শুধু পাথরের মত শক্ত হয়ে যায়, চোখ থেকে এক ফোটা জল বেরোয় না। সেই দিন থেকে ‘স্বপ্ন’ তোকে চির বিদায় জানিয়ে, তোদের দুজনে ‘কর্তব্য -দায়িত্ব’ কে গ্রহণ করে চিরদিনের জন্য। একমাত্র আমি জানি ও ঠিক কতটা কষ্ট পেয়েছিল স্বপ্নকে, লক্ষ্যকে ত্যাগ করার জন্য। কাউকে কিছু বলতে পারিনি, কাউকে কিছু বুঝতে দেয়নি সেদিন, আজও পারেনা, ভবিষ্যতেও পারবেনা। একটা চাকরি খুঁজে সবার সব দায়িত্ব তুলে নিয়েছিল নিজের ছোট্ট হাতে। জানিস, আজও যখন সেই পরীক্ষার দিন, রেজাল্টের কথা শোনে সেদিন খেতে ঘুমোতে পারে না। সেই বিভীষিকাগুলো গলায় চেপে রাখে ‘না ঝরে পড়া অশ্রুগুলোকে। ’ এত কষ্ট চেপে রাখার গল্প কেউ জানে না, তোরাও না, হয়তো মা-বাবাও না। শুধু আমি....

হঠাৎ কিছু কথোপকথনে আমি চোখ খুলে দেখি অফিসের মেডিকেল রুমে শুয়ে আছি। কি হয়েছিল সেটা প্রশ্ন করাতে জানতে পারি যে, বেতন দেরিতে আসবে শুনে এই চাপটা সহ্য না হাওয়াতে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই এবং প্রায় অনেকক্ষণ অজ্ঞান থাকি, আর দশ মিনিটের মধ্যে জ্ঞান না আসলে হসপিটালে ভর্তি করাতে হতো। আর আমি নাকি অজ্ঞান অবস্থায় মাঝে মাঝে হালকা বলছিলাম ‘আমি একজন ডাক্তার হব, টেটাস্কোপ দিয়ে হৃদ স্পন্দন শুনবো। ’ কিন্তু আমি তো আজ কয়েক বছর হল চাকরি করছি, তাহলে এই কথার মানে কি হয় সেগুলো আমি অজ্ঞান অবস্থায় অজান্তে বলেছি। আমি যখন এই বিষয় নিয়ে ভাবছি তখন কিছু জন সহকারি আমাকে এসে বলে যে, সার্ভার ঠিক হয়ে গেছে, তাই বেতন সন্ধ্যাবেলা সবার একাউন্টে পৌঁছে যাবে।শুনে মনটা একটু হালকা হলো। ‘যাকককককক’....

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, “এই মাসেও এইবারের মতো সবকিছু খরচ তাহলে চালিয়ে নিতে পারব। ”

এখন কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আপনাদের কাছে, “আমি কি স্বপ্ন দেখেছিলাম কোন বিভীষিকা নাকি এই বিভীষিকা আমার অবচেতন মনের কোন গোপনে লুকিয়ে থাকা অপ্রকাশিত সত্য, যা কেউ জানে না???

কিন্তু আমি কি সত্য অপ্রকাশিত ঘটনাটা আদৌ জানি নাকি আমিও অজ্ঞাত এই বিষয়ে??? কোনটা?????”

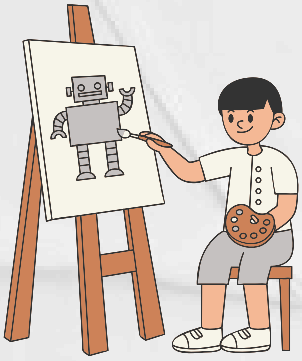

Name – Shruti Debnath
Age – 6 years
Grade – II
School – Harinavi D.V.A.S. High School

Name – Rishab Shee
Age – 9
Grade – III
School – Khalsa Model Senior Secondary School

Name – Briti Debnath
Age – 6 years
Grade – II
School – Harinavi D.V.A.S. High School

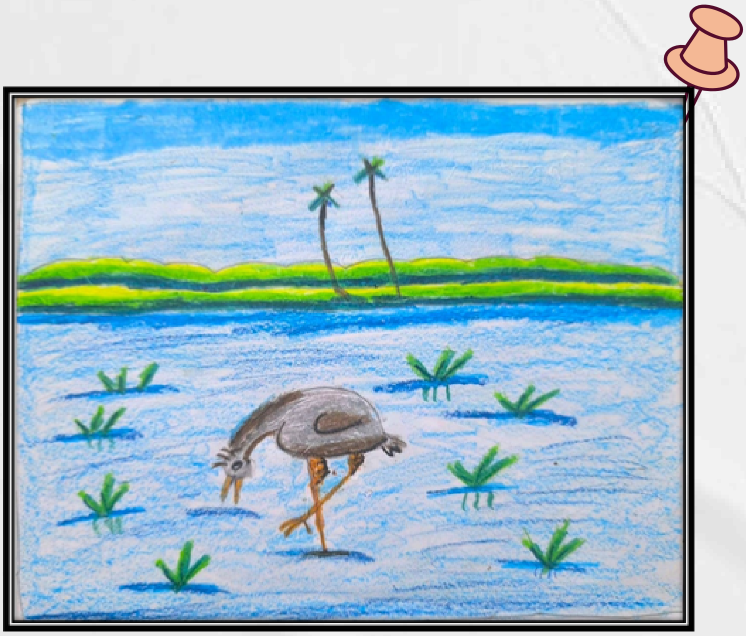

Name – Pratyusha Maji
Age – 8 years
Grade – III
School – St. John's Academy

Name – Payel Kundu
Age – 12
Class – VI
School – Uttar Garifa Pallimangal High School

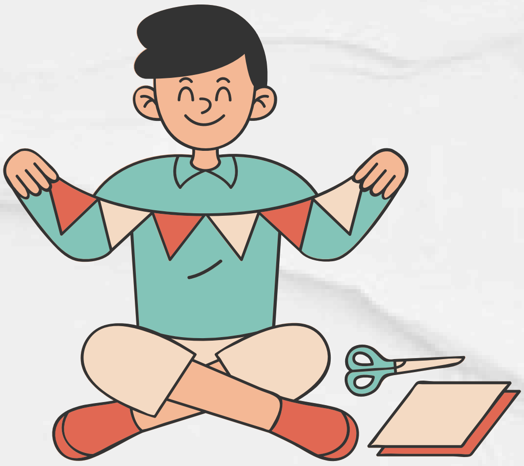

Name – Soumyadip Raha
Age -11
Class – VI
School – Naihati Narendra Vidyaniketan

Name – Sohon Kundu
Age -15
Class – IX
School - Uttar Garifa Pallimangal High School

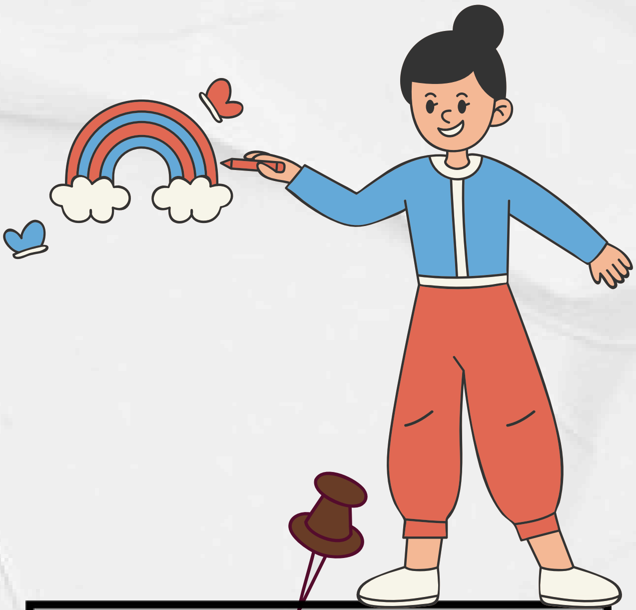

Name – Shruti Karmakar
Age – 10
Class – V
School – Naihati Katyayani Girls' High School

Name – Sara Biswas
Age – 6
Class – I
School – Mount Zion School

The Lost Friendship

Sayanti bhowmick

[Age: 17, **Class:** XII, **School:** Autpur National Model H.S. School**]**

5 years later, I got in contact with my childhood friend, and it felt like pure magic - a wave of feelings, nostalgia, the golden bunch of memories, and the joyful nature we used to share. We are sharing it all again, and I never thought we would be the same as we were 5 years ago. We almost didn't recognize each other-that's how long the time had been-yet it couldn't even scratch our friendship a bit.

I've seen people break friendships and relationships because of lack of communication, but I realized separation was never meant for us. We were so happy and excited that my 8-year-old self could never have felt this much satisfaction, not even by getting new clothes or soft toys.

We are both lost in the memories and nostalgia we can't get back, yet we are blessed that we found our way back to each other in every possible way. Now I understand why people say, "Khud ko dhoondhne ke liye apne purane dost ko dhoond na padta hai!"

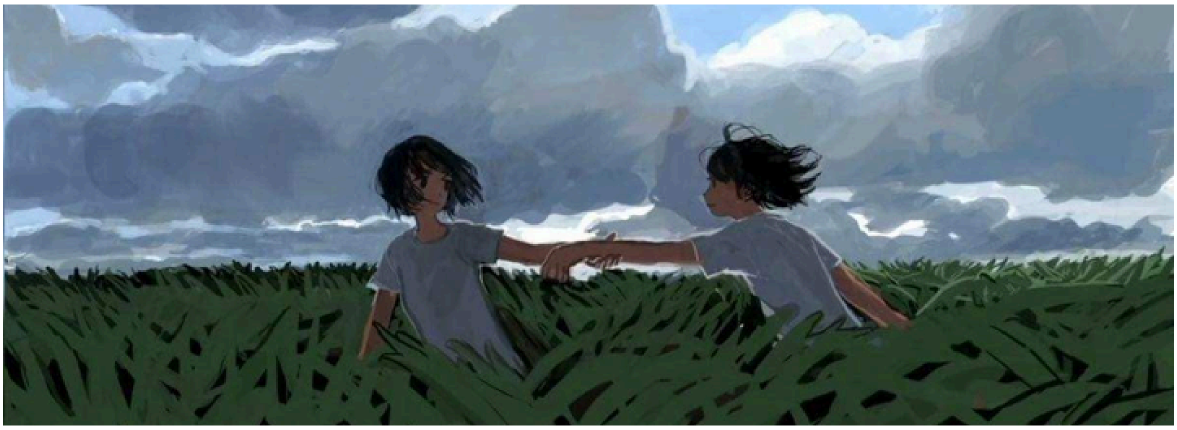

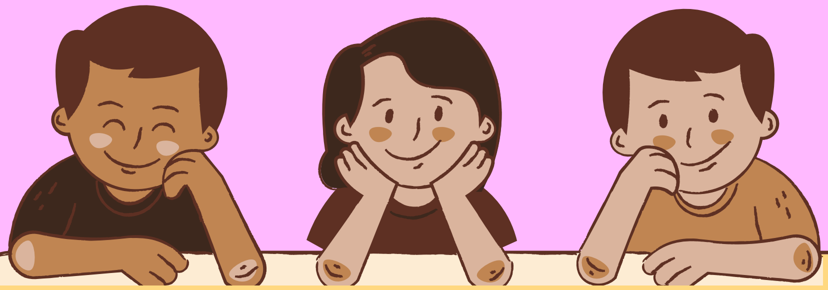

About "এক্কা-দোক্কা"

"এক্কা-দোক্কা" is an initiative and endeavour taken by Activism Foundation for Social Research and Action with a purpose to re-examine childhood through creativity, innovation, conversation and artistic expression. Our e – Magazine "এক্কা-দোক্কা" has started its journey on 19th march, 2022 on the foundation day of Activism. Since day one, we are keen to understand, examine, feel, and re-think those aspects which are internalized with childhood in dynamic forms, either in a creative-unconventional way or through spontaneous manifestation in "Moner Janala" . We are enthusiastic to interact with students, to encourage them to be the part of their own creativity, to be more expressive about their thoughts and imagination and obviously to be more loud about their experiences whether it is good or bad. "এক্কা-দোক্কা" want to synchronize with the innocence of children with more compassion, tenderness and endurance to understand the emotional and empathetic ground of a child especially their likes and dislikes, joy and sorrow, their interests and opinions and so on. We are optimistic that the little souls will able to discover their own treasures in their creative journey with the help of "এক্কা-দোক্কা" in near future.

Guidelines

You may send any writeup/drawing/meme as per guidelines given below

- Children can submit writings up to the age of 19 years.
- Contents should be original and un-published.
- Write ups are only accepted in Bengali and English language.
- Content creator can hide their identity in "Moner janla" section.
- The consent form that we will provide must be attached to the content. Without consent form content will not be accepted.
- A passport size photograph of content creator must be attached with content.
- Contents regarding any religion, Violence, Communal issues will not be accepted.

Contact for content submission – 8777895829